বৃষ্টি নামার আগে

সকাল থেকেই আকাশ টা মুখ গোমড়া করে আছে। ভোরেই বৃষ্টি হয়েছে, তারপর থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় আবহাওয়া টা দারুন হয়ে রয়েছে। ওইতো বাকিরা চলে এসেছে।

গম্ভীর গলায় অগ্নি সায়নকে বলল -"বাকিরা কোথায়?"

সায়ন বিরক্তির ভাব দেখিয়েই উত্তরটা দিলো-"আসছে তো বলল।"

ইতিমধ্যে শুভ আর অর্পণ চলে এলো।

ভ্রামোরি 2 মিনিটের মধ্যেই চলে এলো।

আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে এই ভেবেই ৪ মাথা এক হয়েছে। বিগত ৩ মাস ধরে এক গভীর বিপাকে এই ৪ জন নাজেহাল হয়েছে। অগ্নি আর

ভ্রামোরি বহুদিনের বন্ধু-বান্ধব। শুভ আর অর্পণকেও তুলনা করলে দেখা যাবে একই সময় ধরে তারাও বন্ধু। শুধু ভ্রামোরি আর অগ্নি একটু বেশিই ঘনিষ্ট। আর সায়নের সাথে সবারই নতুন আলাপ। বিপাকটা হলো ভ্রামোরিকে নিয়ে। এই বিপাকে অর্পণ নেই। ওকে ডাকা হয়েছে নিরপেক্ষ বিচার এর জন্য। শুভ আর সায়ন ভ্রামোরিকে ভালোবাসে। শুভ ছোটো থেকে ভ্রামোরিকে দেখেছে আর ভ্রামোরির মত লক্ষ্মীমন্ত সর্বগুণে সম্পন্না সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়া খুব অস্বাভাবিক নয় তার জন্য। অন্যদিকে সায়ন এর সাথে প্রথম প্রথম আলাপ কলেজ থেকে। সায়ন এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে বলা যায় love at first sight এর মতো। এরপর ধীরে ধীরে যত জানতে পারছে ভ্রামোরির প্রতি আরো আসক্তি জন্মে যাচ্ছে সায়নের। বিপাকটা এখানে সীমিত নয়।

ভ্রামোরি আর অগ্নি ঘনিষ্ট তো বটেই তার ওপর দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। কিন্তু বাড়ির ভয়ে আর পরিস্থিতির চাপে কাউকেই জানতে দিতে চায়না। কিন্তু মানুষ দেখে অনেক কিছুই বোঝে। কিন্তু অনেকে সেই দেখে বোঝাটা মানতে চায়না। তাদের মধ্যে শুভ আর সায়ন অন্যতম। আর

এইদিকে ভ্রামোরি আর অগ্নি দুজনেই যথেষ্ট চাপা স্বভাবের। মুখ ফুটে কেউ তেমন কিছু বলতে পারেনা। তাই তাদের অনেক বিরক্তি সহ্য করতে হয়েছে এই কমাস। তাই আজকেই সব দফারফা হবে।

সবাই আসার পর অর্পণই কথাটা পাড়ল– "নে এবার বল সবার কি বক্তব্য এক এক করে..."

ভ্রামোরি সায়ন আর শুভর দিকে তাকিয়ে বলল– "তোরা আমাকে এত বিরক্ত কোনো করছিস। আমি যা বলার বলে দিয়েছিলাম। তোরা আবার অগ্নিকে কেনো থ্রেট করছিস। ওর সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই এই ব্যাপারে।"

শুভ– "দেখ তোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমাকে ভালবাসিস না সেটার কারণ কি তুই অগ্নিকে ভালবাসিস? তুই তার উত্তরে বললি যে ওর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে ওকে তুই ভালবাসিস না। তাহলে তোর সরাসরি না বলে দেওয়ার কারণ আমি কি বুঝিনা?"

ভ্রামোরি– "তো আমার কি নিজের মতামত থাকতে

পারেনা? আমার উত্তরের পেছনে ওই কারণ এরম টা আমি বলিনি। আমার মনে হয়েছে যেটা সেটাই বলেছি।"

সায়ন– "তাহলে ও আমাকে কেনো বলেছিল যে তোমায় বিরক্ত না করতে?"

ভ্রামোরি– "ও আমার অবস্থা দেখে তোকে বলেছে। সেটা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে যে কেউ বলতে পারে। তার জন্য ওকে নোংরা ভাষায় বাজে কথা বলার কি দরকার ছিল। "

শুভ– "আমি জানি ওই তোর কানে বিষ দিয়েছে যার জন্য তুই রিজেক্ট করেছিস। ওকে আমি ছাড়বোনা মেরেই ফেলবো।"

অগ্নিও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। অর্পণ ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টা করছিলো। এত চেঁচামেচি হচ্ছিল যে রাস্তার লোকসি দাড়িয়েও দেখছিল।ভ্রামোরি দেখলো ওরা কোনোভাবেই থামছেনা তাই বলেই ফেললো "হ্যাঁ। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। যাও এবার শান্তি?"

অগ্নি কিছুটা পুলকিত এবং অবাক হয়ে ভ্রামোরির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আর ভাবতে লাগলো"যে মেয়ে একবারো তাকে মুখে ভালোবাসার কথা বলেইনি সে আজ সবার সামনে টা বলে দিলো?" অর্পণও ভ্রমোরির এইরূপ দেখে বিস্মিত।

কিন্তু সায়ন আর শুভ থামতে চায়না। তারা একসাথে বলছিলো -"আমি মানিনা। আমি মানিনা। তুমি ওকে বাঁচাতে এসব বলছো আমি জানি। তুমি মিথ্যে বলছো।"

সমানে অগ্নি আর ওদের দুজনের দূরত্ব কমছে তাই যদি কম বিপদ ঘটে যায়, তাই সাত পাঁচ না ভেবেই ভ্রামোরি এগিয়ে গেলো অগ্নির দিকে। দুজনে কিয়ৎক্ষণ একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে। নিমেষের মধ্যে দুহাত দিয়ে অগ্নির দুই গাল ধরে নিজের মুখের দিকে টেনে ধরলো। অগ্নির কিছু বোঝার আগেই তার দুই ঠোঁট মিলিত হয়েছে ভ্রামোরির দুই ঠোঁটে। দুজনেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। কারা কারা দেখছে তার দিকে কোনো ধ্যান নেই। অর্পণ শুভ আর সায়ন শান্ত

হয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে তাদের। হঠাৎই বৃষ্টি নামল। সবার ছোটাছুটি লেগে গেলো। অর্পণও মাথার ওপর আশ্রয় এর খোঁজে দৌড়ে পালালো। সায়ন আর শুভই কিছু মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলো। হয়তো চোখের কোনায় জলও ছিলো কিন্তু বৃষ্টির জন্য দেখা যায়নি। তবে সেইদিন অগ্নি আর ভ্রামোরিকে থামানো যায়নি।সেইদিন বৃষ্টিতে শুধু ওরা দুজনে ভিজেছিলো, শান্তিতে।।

।। সমাপ্ত ।।

- **শৌমিক পাত্র**
- **দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)**
- **ক্রমিক সংখ্যা – 18**